ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue-V, May, 2025, Page No. 1223-1229
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.05W.123

বিতর্কের 'কষ্টিপাথরে' 'প্রবাসী'-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সুরজিৎ চক্রবর্তী, *গবেষক, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 21.04.2025; Accepted: 24.05.2025; Available online: 31.05.2025

Abstract

The skill and expertise that Ramananda Chatterjee (1865-1943) showed in editing magazines ranging from 'Dasi', 'Pradeep', 'Dharmabandhu' to 'Prabasi' and 'The Modern Review' is astonishing and rare in the world of Indian Journalism. The infinite patience he tested in editing the Bengali periodical 'Prabasi' (1901) is instructive for today's 21st century. Respect for work, patient mentality and perfect professionalism in editing– these were the main Key door of the Ramananda Chatterjee's editing technique. He got respect, prestige and fame in editing 'Prabasi'. Ramananda Babu's field of work was not always smooth. Like the sudden appearance of clouds in a clear sky, many such controversies have been circulating in Ramananda Chatterjee's editorial career. Four topics, like, Controversy over financial rewards for writers, Controversy over the release of the play 'NatirPuja', debate with the 'Vichitra', and Debate with Chittaranjan Das have been raised from such numerous controversies. Did Ramananda Babu himself, the 'expatriate' of Ramananda Babu's devotion, get away from those controversies, or did those controversies remain unanswered? This article is written with the desire to examine some such historical events, the 'stone of contention' of controversial controversies.

Keywords: 'Parabasi', 'Natir Puja', Sarala Devi, 'Vichitra'

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৩) 'দাসী', 'প্রদীপ', 'ধর্মবন্ধু' থেকে শুরু করে 'প্রবাসী' পত্রিকা সহ 'মডার্ন রিভিউ'-এর পত্রিকা সম্পাদনায় যে দক্ষতা, তথা পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন তা ভারতীয় সম্পাদনার জগতে বিস্ময়কর এবং একইসাথে বিরল। বিশেষ করে, বাংলা সাময়িকপত্র 'প্রবাসী'(১৯০১) সম্পাদনায় তিনি যে অসীম ধৈর্য্যের পরীক্ষা দিয়েছিলেন তা আজকের একুশ শতকের কাছে শিক্ষণীয়। 'সাময়িকপত্র বহু লোকের সমবেত উদ্যমে জীবিত'[১] থাকে—একথা জোরের সাথে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও জানিয়ে গেছেন 'বঙ্গদর্শন'-এর 'নবপর্য্যায়'-এ (১৯০১) সম্পাদন-'সূচনা'তেই। প্রবাসে থাকা রামানন্দবাবু সেটা বুঝতে পেরেছিলেন ভালোভাবেই। তাই, তিনি 'সম্পাদকের কার্য্যকে শিক্ষক বা অধ্যাপকের কার্য্য অপেক্ষা কম পবিত্র ও দায়িত্বপূর্ণ' বলে মনে করেননি[২] কখনও। তাই, নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশে তিনি কখনই উদ্যোমহীন হননি। কাজের প্রতি শ্রদ্ধা, ধৈর্য্যশীল মানসিকতা এবং সম্পাদনায় নিখুঁত পেশাদারিত্ব—এই ছিল রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনা প্রকৌশলের ইউপিএস। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনা-জীবনে নানান সময়ে হাজির হয়েছে অনেক ঘটনা, যাকে কেন্দ্র করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। ঘটনাচক্রে এমনই অসংখ্য বিতর্ক-অনুষঙ্গ থেকে চারটি প্রসঙ্গ তুলে আনা হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে। রামানন্দবাবুর সাধের 'প্রবাসী' তথা, রামানন্দবাবু স্বয়ং সেই বিতর্ক থেকে অব্যহতি পেয়েছিলেন, না কি উত্তরহীন হয়েই থেকে গেছে সেইসকল বিতর্ক? এমনই কিছু ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহকে, বিতর্কিত অনুসঙ্গের 'কষ্টিপাথরে' যাচাই করার বাসনাতেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

লেখককে আর্থিক সম্মাননা প্রদান প্রসঙ্গে বিতর্ক:

লেখার জন্য লেখকদের কি কোনও আর্থিক সম্মান-দক্ষিণা থাকা উচিত? রবীন্দ্রনাথের বিদূষী ভাগিনেয়ী 'ভারতী'-সম্পাদিকা সরলা দেবীর এ ব্যাপারে স্পষ্ট মত ছিল- না। লেখার বিনিময়ে লেখকদের টাকা না দিতে বদ্ধ-পরিকর সরলাদেবীর মতে, সরস্বতীর বাণিজ্য দিয়ে লক্ষ্মীলাভের চেষ্টা করা ঠিক নয়। এ নিয়ে তাঁর সজ্ঘাত 'প্রবাসী'-র সঙ্গে সরাসরি ঘটে নি যদিও। বিবাদ বেধেছিল খোদ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই। লেখার জন্য 'প্রবাসী' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সেই সময় তিনশো টাকা অগ্রিম দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে এবং তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন সানন্দে।

'ভারতী' পত্রিকার ৫০ বর্ষ পূর্ত্তি উপলক্ষে সেই পত্রিকায় রামানন্দবাবু এবং প্রবাসী নিয়ে এই বিষয়ে মন্তব্য করে লেখা হলো—

> "সরস্বতীর কমলবনে তাঁর চরণমধুলোলুপ হওয়াই তাঁহারা (পূর্বের সম্পাদকেরা) আত্মনিবেদন করিয়াছেন। লক্ষ্মীর কোপগ্রস্ত হইয়াছেন, তথাপি নিজেকে বিকান নাই।... 'ভারতী'র সেবা জীবিকার অবলম্বন করেন নাই।"[৩]

উক্ত সংখ্যায় সম্পাদিকা সরলাদেবী এটাও লিখলেন,

> "প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মাসিক-পত্র-জগতে সেই ব্যবসায়ের প্রবর্ত্তন করেন।... 'বাল্মিকী প্রতিভা'র কবিকেও সরস্বতীর বিনাপণের মহল হইতে ছুটাইয়া লক্ষ্মীর পণ্যশালায় বন্দী করিয়াছেন। এখন অনেকে রামানন্দের গতানুগতিক।"[৪]

উল্লেখ্য, এই পত্রিকাটির দীর্ঘায়ু কামনা করে 'শুভেচ্ছা'বার্তাও[৫] দিয়েছিলেন বৈশাখ সংখ্যায় রামানন্দবাবু। এখানে আরও একটা বিষয় উল্লেখ করার, 'প্রবাসী' সেই বছরেই পঁচিশ বছরে পদার্পণ করেছিল। 'ভারতী'-র পাতায় শুভেচ্ছা থাকার পাশাপাশি, 'প্রবাসী'-র পঁচিশ বছরে প্রকাশিত লেখকদের বক্তব্য যে 'অত্যুক্তি-অমূলক' দোষে দুষ্ট—সেই বিষয়ে খোঁচা[৬] দিতেও ছাড়েন নি 'ভারতী'-সম্পাদিকা। 'প্রবাসীর প্রতিপত্তি' নিয়েও সরলাদেবী বক্তব্য রেখেছেন। বিশেষভাবে, 'প্রবাসী'-র ব্যবসায়িক পন্থাকে 'ভারতী'-সম্পাদিকা আক্রমণ করেন। আক্রমণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকেও বিঁধতে ছাড়েন নি। লেখার জন্য টাকা নেওয়ার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অবস্থান ছিল সরলার বিপরীতে। লক্ষ্মী তাঁর 'লেখনীর উপর স্বর্ণবৃষ্টি করলে' তিনি মোটেই দুঃখিত হবেন না, এই ছিল রবীন্দ্রনাথের মত। ফলে সরলার এই বক্তব্যে ক্ষুব্ধ হলেন তিনি। তখনই কিছু বললেন না। ১৩৩৩ সালের আশ্বিনের 'সবুজপত্র'-এ সরলার লেখার কঠোর সমালোচনা করলেন।

সকলেই জ্ঞাত যে, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনা নীতিতে প্রথম থেকেই লেখকদের আর্থিক সম্মাননা প্রদানের প্রসঙ্গ দেখতে পাওয়া যায়। সম্পাদক রামানন্দবাবু তা করতেন। রবীন্দ্রনাথ (২১জুলাই ১৯২৬ তারিখে লিখিত প্রবন্ধে) 'প্রবাসী' সম্পাদকের পক্ষে 'সবুজপত্র'-এ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে আশ্বিন সংখ্যায় (পৃ ৬-৭) লেখেন-

> "প্রবাসী-সম্পাদক যদি সেদিন আমাকে অর্থমূল্য দিতে পেরে থাকেন, তবে তার কারণ এ নয় যে, তিনি ধনবানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন। তার কারণ এই যে, ন্যায্য উপায়ে পত্রিকা থেকে লাভ করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। তাতে কেবল যে তাঁর সুবিধা হয়েছে তা নয়, আমারও হয়েছে; এবং এই সুবিধা দেশের কাজে লাগাতে পেরেছি।"[৭]

রবীন্দ্রনাথের উক্ত লেখায় স্পষ্টত 'প্রবাসী'-সম্পাদক রামানন্দবাবুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি আরও লেখেন-

> "প্রবাসী-সম্পাদক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার প্রবন্ধের মূল্য দিয়েছিলেন। মাসিকপত্র থেকে এই আমার প্রথম আর্থিক পুরস্কার।...কিন্তু অর্থই ত একমাত্র আমুকূল্যের উপায় নয়। প্রবাসী সম্পাদক সর্বদা তাঁর লেখার দ্বারা, নিজের দ্বারা, পরামর্শ দ্বারা মমত্বের বহুবিধ পরিচয়ের দ্বারা বিশ্বভারতীর যথেষ্ট আনুকূল্য করেছেন। আমি নিশ্চিত জানি সেই আনুকূল্য দ্বারা তিনি আমার অতিপীড়িত আয়ুকেও রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন।"[৮]

এই একই লেখায় রবীন্দ্রনাথ কতটা 'প্রবাসী'-সম্পাদককে 'রক্তসম্পর্কগত আত্মীয়ের চেয়ে' কম করে যে দেখেন নি, বরং বেশি করেই দেখেন—তা নির্দ্বিধায় প্রকাশ করেছেন।

'সূর্য' রবীন্দ্রনাথ, 'বালি' চিত্তরঞ্জন দাশ !:

রবীন্দ্রনাথ তখন বিশ্ব মানবতার কথা প্রচার করছেন। বিশ্বভ্রাতৃত্বের ভাবকে বিশ্ববাসীর কাছে পৌছে দিচ্ছেন লেখায়-কথায়। ১৩২৪ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের সভায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তীক্ষ্ম জোরাল ভাষায় রবীন্দ্রনাথে সমালোচনা করলেন।

> "সূর্যের চেয়ে বালির তাপ বেশী, আমাদের দেশে এই সব নকল পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য এত বশী যে তাহাদের কোন মতকে কিছুতেই কণ্ডন করা যায় না। এমন কি যে রবীন্দ্রনাথ সেই স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাঙ্গলার মাটি বাঙ্গলার জলকে সত্য করিবার কামনায় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন সেই রবীন্দ্রনাথ এখন—স্যার রবীন্দ্রনাথ এবার আমেরিকায় ঐ মতটি খুব জোরের সঙ্গে জাহির করিয়াছেন।"[৯]

এর প্রত্যুত্তরে রামানন্দবাবু 'প্রবাসী'-তে জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪-তে প্রথম পাতায়[১০], 'আসল পণ্ডিত ও নকল পণ্ডিত অথবা সূর্য ও বালি' শীর্ষক লেখাটি লেখেন। লেখাটিতে রামানন্দবাবু দেখিয়েছেন চিত্তরঞ্জন দাশ যাঁর বিরোধিতা করেছেন, সেই রবীন্দ্রনাথকে আকন্ঠ গ্রহণ করেছেন অজান্তেই। একটু ব্যাঙ্গাত্মক ভঙ্গীতেই লেখেন সূর্য কে, বালি কে! এটা মনে রাখা দরকার, চিত্তরঞ্জন দাশ সেই সময়ে জাতীয় রাজনীতিতে অনেক বেশি ওজনদার ব্যক্তি। তবুও নির্ভিক রামানন্দ পিছপা হন নি চিত্তরঞ্জন বিরোধিতা করেতে।

'নটীর পূজা' নাটক প্রকাশকে নিয়ে বিতর্ক:

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পারস্পরিক সম্পর্কের গভীর স্তরে প্রথম চির ধরে ১৯২৬ সালে। ওই বছর রবীন্দ্রনাথে সঙ্গে রামানন্দবাবুর সম্পর্কের মধ্যে মান-অভিমান কাজ করে। কারণটা, 'বসুমতী'-তে রবীন্দ্রনাথের 'নটীর পূজা' প্রকাশ-সংবাদ। উল্লেখ করেত হয়, 'নটীর পূজা' 'বসুমতী'-তে বৈশাখ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় বিশ্বভারতী থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে। মাসিক পত্রিকা হিসেবে 'বসুমতী'র আবির্ভাব ১৯২২ সালে। পত্রিকাটিতে রবীন্দ্রনাথ যে খুব নিয়মিত লিখেছেন এমন কিন্তু নয়। রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু লেখা এতে প্রকাশিত হয়, যার মধ্যে উল্লিখিত 'নটীর পূজা' উল্লেখযোগ্য। বসুমতীর সঙ্গে যাঁদের সখ্য গভীর ছিল তাঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যরুচির অনেক পার্থক্য ('রক্ষণশীলতা ও হিন্দুভাবাপন্নতা') ছিল বলে অনেকে মনে করেন।। তবে উক্ত পত্রিকায় 'নটীর পূজা' ছাপানোর জন্যে রবীন্দ্রনাথকে ৬০০ টাকা পত্রিকাটির পক্ষ থেকে দেওয়া হয়। তাতেই রবীন্দ্রনাথের প্রতি কিছুটা মনক্ষুণ্ণ হন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। ৯ মে ১৯২৬-এ রবীন্দ্রনাথকে কিছুটা অনুযোগের, কিছুটা অভিমানের স্বরেই বলেন-

> "আমি আপনার লেখা পাইবার জন্য কখনও কাড়াকাড়ি করি নাই। আপনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাকে অনেক অনুগ্রহ করিয়াছেন... কিন্তু কাল রাত্রে শান্তিনিকেতনে আহারের পর শুনিলাম যে, 'নটীর পুরস্কার' নাটিকাটি 'বসুমতী'-কে ছাপিবার জন্য ৬০০ টাকা দেওয়া হইয়াছে।... ছয়শত টাকা দিতে সম্ভবতঃ আমিও পারিতাম।"[১১]

উল্লেখ্য সেই সময়ে 'প্রবাসী'-তে 'গোরা' উপন্যাসটি কিস্তিতে কিস্তিতে প্রকাশিত হতে থাকে। উল্লেখ্য 'মুক্তধারা' নাটকটি প্রকাশের সময়েও রামানন্দবাবু বিশ্বভারতীর শর্ত ('ছাপানোর অধিকারের জন্যে ১২৫০টাকা নগদ এবং ৩৭৫০ খানি মুক্তধারা বিশ্বভারতীকে' দেওয়া) মেনে তা প্রকাশ করেন। এখানে মনে রাখা দরকার, বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগের রামানন্দবাবুর মতে, "যদিও উহা নামে মাত্র, কাজ প্রায় autocraticallyই হইয়া থাকে"[১২] প্রতিষ্ঠা হয়েছে জুলাই ১৯২৩ সালে। ১৯২২ সালে রবীন্দ্ররচিত সকল বাংলা বইয়ের স্বত্ব বিশ্বভারতীকে দেওয়া হয়। ফলে, রামানন্দবাবু সব শর্ত মেনে পূর্বোক্ত গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন প্রাতিষ্ঠানিক শর্ত মেনেই। কিন্তু তার বিনিময়ে 'পুরস্কার' তেমন পেলেন না বলেই মনে করছেন রবীন্দ্রানুরাগী রামানন্দবাবু। উক্ত চিঠিতেই তীব্র অভিমান ('সম্পাদকী অহং!'[১৩]) শব্দবন্ধে ধরা পড়েছে-

> "আপনার নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা এই, যে, আপনি অতঃপর আমাকে বাংলা বা ইংরেজী কোন লেখা দিবেন না। আমি জানি, আপনার লেখা না পাইলে আমার কাগজ দুটির গৌরব হ্রাস পাইবে। কিন্তু অতঃপর আপনার লেখা গ্রহণ করা আমার পক্ষে উচিত হইবে না।"[১৪]

এর উত্তর রবীন্দ্রনাথ পরের দিনই অর্থাৎ ১০ মে ১৯২৬-এ দিলেন। সম্পর্কের এই টানা পোড়েনে রবীন্দ্রনাথও যে ভালো ছিলেন এমন নয়। বরং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা তার এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত স্পর্শকাতর অথচ সংযত। তিনি লিখলেন-

> "আমাকে ভুল বুঝবেন না, বুঝলে অন্যায় হবে। কারণ প্রবাসীর প্রতি মমত্ব ও আপনার প্রতি শ্রদ্ধাবশতই আমি অনেক কঠিন বাধার সঙ্গে লড়াই করে এসেচি।...আমার লেখা কোনো কোনো অবস্থার দুর্ব্বিপাকে পণ্য দ্রব্য হয়ে ওঠে—কিন্তু যখনি সে কথা ভোলবার সুযোগ পাই আমি তো নির্ব্বিচারে স্বচ্ছন্দচিত্তে আপনাকেই পাঠিয়ে দিই—এটুকুর জন্যেও ত আপনার কাছে বিচার দাবী করতে পারি—দোকানদারও নিজের দোকানের জিনিষ আত্মীয়কে উপহার দিতে পারে। যখন আপনার কাছ থেকে টাকাও পেয়েছি তখনো সে টাকাকে আমি মূল্য বলে মনে করি নি।"[১৫]

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রবাসী'-র প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে দুর্বলতা ছিল, তা এই বিরোধ-মধ্যবর্তী সময়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল। অভিমানে রবীন্দ্র-রামানন্দ এই দুইজনের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল ঠিক কথা, কিন্তু সেই দূরত্বে দুজনেই যে ভালো ছিলেন না তা বলাই বাহুল্য। ১৯২৭ সালের ২রা জুলাই, রবীন্দ্রনাথ লিখলেন রামানন্দবাবুকে-

> "যখনি এই উপন্যাস লিখতে বসেচি তখনি আমার মনে হয়েচে প্রবাসীর জন্যে একটা উপন্যাস লিখতেই হবে। অর্থোপার্জ্জনের জন্যে নয়, এতকাল বিরুদ্ধতার ভিতর দিয়েও প্রবাসীর প্রতি (আপনার প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার খাতিরেই) যে মনোভাব পোষণ করে এসেচি সেইটেকে রক্ষা করবার জন্যে।"[১৬]

আসলে সেই সময়ে নতুন নতুন বাংলা সাময়িকপত্রের আবির্ভাব ঘটছে। পাশাপাশি, নিজস্ব ঘরানায় প্রকাশিত পাঠকের কাছে প্রিয় 'প্রবাসী' তখন নতুন এক প্রতিযোগিতার সংকেতও পাচ্ছে। বিশেষ করে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তৈরি হওয়া দূরত্ব যেন সেই কথাই স্পষ্ট করে দিচ্ছে। সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মনমানসিকতা কি তখন প্রতিযোগিতা মূলক ধ্যানধারণা দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে? তাহলে কেন, রবীন্দ্রনাথকে এতটা আঁকড়ে থাকার প্রবল প্রয়াস? মুক্তমনা, মায়াবিমুখ রবীন্দ্রনাথকে বাঁধতে চাওয়ার প্রবল চেষ্টা এক সম্পাদকের! বিস্মিত হতে হয়।

বিতর্কে 'বিচিত্রা' ও 'প্রবাসী':

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের হাত ধরে 'আষাঢ়ের প্রথম দিবসে—মন্দাক্রান্তা ছন্দে'[১৭] 'বিচিত্রা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা আষাঢ় ১৩৩৪-এ বের হয়। 'কল্পনা এবং বাস্তবের উভয় লোকে 'বিচিত্রা' কাঁচা কলমের কাজ করলে তার অস্তিত্ব সার্থক হবে।'[১৮] বলে শুরুর কথা বললেও, পাতা ওল্টালে বোঝা যায়, প্রথম সংখ্যাতেই রবীন্দ্র-সুবাসে পূর্ণ। পত্রিকাটির সূচনায় রবীন্দ্রনাথের নিজের হাতে লেখা 'বিচিত্রা' কবিতাটি ছাপা হয়। এছাড়া এই সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথেরই 'নটরাজ' প্রকাশিত হয়। উল্লেখ করার মতন বিষয়, শ্রাবণ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'[১৯], 'সাহিত্য-ধর্ম্ম'[২০] প্রকাশ হবে বলে বিজ্ঞাপনও দেন 'বিচিত্রা'-সম্পাদক। এছাড়া 'প্রবাসী'-র 'বিবিধ প্রসঙ্গ' অনুকরণে 'বিচিত্রা'-য় থাকলো 'বিবিধ সংগ্রহ'। 'আশ্বিনে রবীন্দ্রনাথের নুতন উপন্যাস আরম্ভ হইবে'[২১] বলে পরের সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। আশ্বিন ১৩৩৪ থেকে রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' উপন্যাসটি ('তিনপুরুষ' নামে) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। এককথায় 'প্রবাসী'-র প্রতিপক্ষ এক পত্রিকা হয়ে উঠতে থাকে বলা যায়! 'নটরাজ' প্রকাশ নিয়ে তো রীতিমত প্রতিযোগিতা দেখা গিয়েছিল। 'বিচিত্রা' সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'স্মৃতিকথা'-তে লিখছেন-

> "একটি সমসাময়িক মাসিকপত্রিকার কর্তৃপক্ষ সেটি অধিকার করবার চেষ্টা করছিলেন। ছ শো টাকা পর্যন্ত পারিশ্রমিক দেবার প্রস্তাব করে তাঁরা ইতস্তত করেছিলেন অবগত হয়ে আমরা একেবারে এক সহস্র টাকার একখানি চেক নিয়ে গিয়ে 'নটরাজ' হস্তগত করি"[২২]

এই সকল ঘটনাক্রমকে কেন্দ্র করে 'প্রবাসী'-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যে বিশেষভাবে বিচলিত হয়েছেন বলা যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রতি 'প্রবাসী' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কতকটা অপ্রসন্ন হলেন। তিনি মনে করলেন, 'বিচিত্রা' ইত্যাদি পত্রিকা 'প্রবাসী'-কে 'crush' করবার জন্যেই পরিকল্পনা ('ষড়যন্ত্র'!) করেছে। 'তারা ষড় করে

ভেঙে ফেলতে চাইছে 'প্রবাসী'-র 'রবীন্দ্র-মনোপলি'।'[২৩] যদি রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর আর একটি চিঠির (৩০ জুন, ১৯২৭) দিকে তাকানো যায়, দেখা যাবে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মানসিক অস্থিরতার চিত্র-

> ''একটি নতুন সচিত্র মাসিক কাগজ বাহির হইয়াছে। উহা অন্য সব পুরাতন সচিত্র মাসিকের ন্যায় প্রবাসীরও rival। অধিকন্তু মৌখিক ইহা রটিত হইয়াছে, যে উহা প্রবাসীকে crush করিবে। এইরূপ কাগজে আপনার লেখা অধিক পরিমাণে বাহির হইলে তাহা হইতে যাহা অনুমান হয়, লোকে তাহাই করিবে।''[২৪]

এই অস্থিরতা আরও প্রকাশ পাবে চিঠির পরের অংশে। তিনি যে রবীন্দ্রনাথের থেকে আর কোনও লেখা চাইবেন না, দেখাও করবেন না কবির সঙ্গে—এরূপ প্রতিজ্ঞা করে ফেলছেন। তিনি অনুগ্রহও চান না, সমালোচনার তীরও নিক্ষেপ করতে অপারগ। উভয় সংকটে প্রবাসী-র সম্পাদক। 'সকল দিক্ দিয়া আমার কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, স্থির করা কঠিন।'[২৫] চিঠিটিতে একদম শেষে পুনশ্চ অংশে রামানন্দবাবু দৃঢ় বলিষ্ঠ এক সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন কবিকে-

> ''প্রবাসীর ভাদ্র সংখ্যা হইতে আমি আপনার লেখা হইতে বঞ্চিত থাকিতে প্রতিজ্ঞা করিলাম।...প্রবাসী crushed হয় কি না, তাহার experiment টা সম্পূর্ণ সন্তোষজনকরূপে হইয়া যাওয়াই ভাল।''[২৬]

'বিচিত্রা' পত্রিকা হিসাবে কিন্তু সেই সময়ে যথেষ্ট কদর পেয়েছিল। 'প্রবাসী'-র মতন প্রথম সারির কুলীন পত্রিকাকেও ভাবতে হয়েছিল এই 'নবজাত পত্রিকা'কে নিয়ে। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম এবং প্রধান ইচ্ছে ছিল তাঁর কল্পনার কাগজকে তিনি বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণির একটি কাগজে পরিণত করবেন। সেকারণে তাঁর 'বিচিত্রা'-র পরিচালন কমিটিতে রেখেছিলেন অমল হোমের মতো মানুষ, যিনি কলকাতার 'বেঙ্গলি', লাহোরের 'পাঞ্জাবী', এলাহাবাদের 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট', এবং পরে 'ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট'-এর সম্পাদকও হয়েছিলেন। ভারতী-প্রবাসী-ভারতবর্ষ-যমুনা-সবুজপত্র-কল্লোল প্রভৃতি প্রায় ২৭টি মতো পত্রিকার যুগে 'সমাগত রাজবদুন্নতধ্বনি' শোনা গেল।[২৭] সুচারু মুদ্রণ, চারু রায়ের শোভন প্রচ্ছদ, নন্দলাল বসুর চিত্রসম্ভার যেমন ছিল তেমনই মূল্যবান কাগজে মূল্যবান লেখকদের রচনাও সজ্জিত থাকত 'বিচিত্রা'-য়। কড়া টক্কর দিয়েছিল 'প্রবাসী'-র মতন প্রথমসারির পত্রিকাকেও।

'প্রবাসী'-র মতন 'বিচিত্রা' পত্রিকা নানা বিভাগে সজ্জিত থাকত। নানা নামে। 'পুস্তক পরিচয়', 'পট ও মঞ্চ' (যা পরবর্তীকালে 'সিনেমা সমাচার'/'চিত্রপট' নামেও প্রকাশিত হত। উল্লেখ্য এই বিভাগের পরিচালনার ভার ছিল বাণীনাথের। এখানে 'গোরা', 'চোখের বালি', 'বড়দিদি' সহ একাধিক সাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ণের খবরাখবর থাকত। শেষে থাকত 'নানাকথা' নামে একটি বিভাগ। এই বিভাগে বিভিন্ন সংবাদ থাকতো। চিত্রশিল্পীদের পরিচয়, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র, রামকৃষ্ণদেব সহ প্রমুখ ব্যক্তিদের খবর থাকত। পত্রিকাটির উল্লেখযোগ্য বিভাগ ছিল 'বিতর্কিকা'। এটি দ্বিতীয় সংখ্যা থেকেই প্রকাশ পেত। এখানে সাহিত্যের নানা বিতর্ক উত্থাপিত হত। সেখানে রবীন্দ্রনাথ, সজনীকান্ত দাস, শরৎচন্দ্র পর্যন্ত বিতর্কের কেন্দ্রে থাকতেন।[২৮] এছাড়া, গ্রন্থাগার আন্দোলন 'বিচিত্রা'র একটি উল্লেখযোগ্য দিক বলা যেতেই পারে। এইরকম একটি নূতনের আগমনে 'প্রবাসী' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কি 'অশনি সংকেত' দেখলেন? এটা আরও স্পষ্ট হতে পারে, একটি পরিসংখ্যান দেখতে পেলে। ১৩২৯ সাল থেকে 'প্রবাসী'-র ছাপা সংখ্যা[২৯] ৭৫০০। আবার, ১৩৩৪ বৈশাখ সংখ্যায় যদি প্রথম সারির পত্রিকার প্রচার সংখ্যা দেখা যায়, দেখবো, 'প্রবাসী'-র সেই সময়ে প্রচার সংখ্যা ৮০০০; 'ভারতবর্ষ'-র প্রচার সংখ্যা ১১০০০; আর 'বিচিত্রা'-র প্রচার সংখ্যা সেখানে ১৩০০০। উল্লেখ করার মতন বিষয় প্রতিটি পত্রিকার দাম তখন আট আনা। এমনও হয়েছে, বাংলা র পাঠকসমাজকে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বিচিত্রা' যে ষড়রত্নের (বিভূতি-মানিক-অন্নদাশঙ্কর-অমিয়চন্দ্র-চারুচন্দ্র-নারায়ণ) উপহার দিয়েছিল, তা খুব কম কাগজই দিতে পেরেছিল। 'যোগাযোগ', 'পথের পাঁচালী', 'পথে-প্রবাসে' একই সঙ্গে প্রকাশ হচ্ছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পও বের হচ্ছে।

পূর্বোক্ত বিতর্ক-প্রসঙ্গগুলির কেন্দ্রবিন্দুতে, জ্ঞানত কখনও অজ্ঞানত এসে পড়েছেন রবীন্দ্রনাথ। সম্পর্কের রসায়নে একটি পত্রিকা, পত্রিকার সম্পাদক কতটা আবদ্ধ, তা রামানন্দবাবু এবং তাঁর 'প্রবাসী'-কে দেখলে অনুমান করা যায়। সুদীর্ঘ পত্রিকা-সম্পাদনাকালে (প্রায় চারদশকের অধিক) রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে নানাজনের অসংখ্য বিষয়ে মতান্তর হয়েছে, মনান্তর হয়েছে। কখনও তাঁর প্রিয়জনের সঙ্গে, কিংবা কখনও দূরে থাকা কোনও

ব্যক্তির মন্তব্যে, আবার কখনও বা কোনও সাময়িকের সঙ্গে। কখনও তিনি সরবে সোচ্চারিত হয়ে প্রতিবাদ করেছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে, কখনও সেই অপ্রাসঙ্গিক সমালোচনায় হিরণ্ময় নীরবতাকেই করেছেন হাতিয়ার। কখনও তাঁর প্রতিবাদে খুঁজে পেয়েছেন নিজের সুস্পষ্ট অবস্থান, কখনও বা সেই প্রতিবাদে পরবর্তীসময়ে ভ্রমিতও হয়েছেন। সংশয় প্রকাশ করেছেন নিজের প্রতিবাদ নিয়ে। সংশোধন করেছেন নিজেকে নির্দ্বিধায়। কষ্টও পেয়েও প্রকাশের আবিলতা তাকে ঘিরে ধরে নি কখনই। রবীন্দ্র-ব্র্যাণ্ডকে ব্যবসায়িক স্বার্থে অপপ্রয়োগের মতন অভিযোগে, কেউ যখন তুলনা টানেন 'আদিম জন্তুটার নাক নাই, কান নাই, শুধু লালাসিক্ত ক্ষুধা আছে।'[৩০] তখন সম্পাদক রামানন্দ সেইসকল বিষোদগার পান করেছেন অনায়াসে। এমন অসংখ্য প্রিয়জনের বিষোদগারে, হয়েছেন আহত, কিন্তু সেই আঘাতের ছবি আঁকেন নি তাঁর সৃজনে। তিনি সবসময় চেয়েছেন যেকোন সংশয় বা সমালোচনার সমাধানে পৌঁছাতে। 'বিতর্কের জন্য বিতর্ক'—এই পলিসিতে রামানন্দের না-পসন্দ। মধ্যে মধ্যে সাময়িকের সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়েছেন নানা বিষয়ে, আবার নিজের পত্রিকায় 'কষ্টিপাথর'-এর মতন বিভাগও রেখেছেন, যেখানে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'ভারত মহিলা', 'নব্যভারত', 'কোহিনূর', 'প্রতিভা', 'মানসী', 'বিজ্ঞান', 'আর্যাবর্ত্ত', 'বঙ্গদর্শন', 'ভারতী', 'উদ্বোধন' 'ভারতবর্ষ', 'গৃহস্থ', 'বিক্রমপুর', 'বিজয়া',. 'সবুজপত্র', 'নারায়ণী', 'কৃষক', 'উপাসনা', 'সৌরভ', 'প্রবর্ত্তক', 'নমশুদ্র', 'হিতৈষী', 'ভাণ্ডার', 'যমুনা', 'শিক্ষক', 'সুবর্ণ বণিক সমাচার', 'মৌচাক', 'ইতিহাস ও আলোচনা', 'বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা', 'বামাবোধিনী পত্রিকা', 'সন্দেশ', 'বিকাশ', 'বঙ্গবাণী', 'মাসিক বসুমতী', 'মাসিক মহম্মদী'-র মতন অসংখ্য নামী-অনামী পত্রপত্রিকাকে। তার যা কিছু ভালো, সমাজের জন্যে মঙ্গল তা প্রকাশ করেছেন উদারমনে। তাঁর দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথ থেকে কলেজস্ট্রীটের বই প্রকাশক ভোলানাথ সেন ও তাঁর কর্মীদের (যে ভোলানাথ সেন ও তাঁর দুই কর্মীকে 'প্রাচীন কাহিনী' নামক পাঠ্যপুস্তকে মোহম্মদের ছবি ছাপানোর জন্যে দুজন পাঞ্জাবী মুসলমান হত্যা করে, রামানন্দবাবু সেই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করেন এবং প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তোলেন[৩১])—পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সম্পাদনা কার্যকে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে করে গেছেন আজীবন। তবুও, শরৎচন্দ্রের মতন ঘটনাবহুল 'অস্বস্তিকর বিতর্ক' যেমন এসেছে, তেমনই বিখ্যাত নাটককার গিরিশচন্দ্র ঘোষ নিয়ে একপ্রকার নিবিড় নীরবতা বজায় রেখে বলেছেন-

> ''আমরা তাঁহার কোনও নাটক পড়ি নাই, বাংলা নাটকাভিনয় দেখিবার জন্য কোনো থিয়েটারেও কখনও যাই নাই।''[৩২]

এরকম কথা পণ্ডিত, বিদ্বান রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে এই কথা যখন শোনা যায়, তখন খটকা লাগে পাঠকের। এত গভীর পাণ্ডিত্য, অথচ জানেন না বা দেখেন নি বা পড়েন নি! এখানেই ধাঁধা লাগে। খুব গভীর দৃষ্টিতে দেখলে, দেখা যাবে, এই রকম ক্ষেত্রে (যেখানে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অপছন্দ) তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত ভাবনা বা আদর্শ, তাঁর কঠোর অনুশাসন অনেক বিতর্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই অনুশাসন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনা কার্যকে স্পর্শ করতে পারে নি—এরকম বলা যাবে না। এখানে বিতর্কহীন থাকতে পারেন না রামানন্দবাবু। সময়ের গর্ভে জাত সেই বিতর্কের মূল্যবান কষ্টিপাথরে, বহুবিধ দ্বৈরথে সংশয়ে সন্দিহান রামানন্দ কখনও উত্তীর্ণ হয়েছেন, কখনও বা 'হেরে যাওয়া'র অভিমানে হয়ে উঠেছেন অসম্ভব অভিমানী। তবুও এককী-ই দাঁড়িয়ে কলম-পেশায় মেতে ছিলেন নিজে, পত্রিকা-পাঠে মাতিয়ে রেখেছিলেন আপামর বাঙালিকে। আর আজ কে না স্বীকার করে, প্রায় অর্ধশতাব্দী সময় ধরে ক্লান্তিহীনভাবে বাঙালিকে মনের রসদ জুগিয়ে গেছেন কে! বিতর্ক পিছু ছাড়ে নি তবুও। বিতর্কের শরশয্যায় থেকেও মহাভারতের পিতামহ ভীষ্মের মতনই নিজকর্মে থেকেছেন অটুট। নিজ বিশ্বাসে থেকেছেন প্রত্যয়ী।

তথ্যসূত্র :

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (সম্পা), "সূচনা", 'নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শন', ১৩০৮, বৈশাখ, পৃ ২

২. চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ, "সাময়িক সাহিত্যের কথা", পৌষ ১৩০৭, পৃ ১৭

৩. দেবী, সরলা (সম্পা), 'পঞ্চাশ বর্ষ', 'ভারতী', বৈশাখ ১৩৩৩, পৃ ২০০

৪. তদেব, পৃ ২০১

৫. চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ, 'শুভেচ্ছা', 'ভারতী', ৫০বর্ষ ১ম সংখ্যা, পৃ ৮০
৬. দেবী, সরলা (সম্পা), 'ভারতী', জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩, পৃ ৩৭১-৭২
৭. চৌধুরী, প্রমথ (সম্পা), 'সবুজপত্র', ১৩৩৩, আশ্বিন, পৃ ৬-৭
৮. তদেব, পৃ ৬-৭
৯. বসু, সোমেন্দ্রনাথ, 'সাময়িকপত্রে রবীন্দ্র প্রসঙ্গ', টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃ ১৭
১০. চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ (সম্পা), 'প্রবাসী', জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪ ,পৃষ্ঠা ১০৫
১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'চিঠিপত্র', দ্বাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৯৩, পৃ ৩৬৬
১২. তদেব, ৬৭১
১৩. মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র, 'কবি আর সম্পাদক : স্তরিত সম্পর্কের গহনতলে', রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সার্ধশতবার্ষিক স্মরণ, রবীন্দ্রভবন, বিশ্বভারতী, ১৪২৪, পৃ ৭০
১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'চিঠিপত্র', দ্বাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৯৩, পৃ ৩৬৭
১৫. তদেব, পৃ ৮৮-৮৯
১৬. তদেব, পৃ ১০৯
১৭. গঙ্গোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ, 'আমাদের কথা', 'বিচিত্রা', আষাঢ় ১৩৩৪, পৃ ৮
১৮. ঐ
১৯. গঙ্গোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ (সম্পা), 'বিচিত্রা', আষাঢ় ১৩৩৪, পৃ ৭২
২০. তদেব, পৃ ৭৭
২১. তদেব, পৃ ১৯৪
২২. গঙ্গোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ, 'স্মৃতিকথা', চতুর্থ পর্ব, ডি.এম লাইব্রেরী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৫৯, পৃ ১০৩
২৩. মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র, 'কবি আর সম্পাদক : স্তরিত সম্পর্কের গহনতলে', রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সার্ধশতবার্ষিক স্মরণ, রবীন্দ্রভবন, বিশ্বভারতী, ১৪২৪, পৃ ৭৩
২৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'চিঠিপত্র', দ্বাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৯৩, পৃ ৩৭১
২৫. তদেব, পৃ ৩৭২
২৬. তদেব, পৃ ৩৭৩
২৭. রায়, প্রবীর, 'প্রবাসী ও বিচিত্রা : সাহিত্যের দুই কাণ্ডারী', 'কোরক সাহিত্য পত্রিকা', 'রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সংখ্যা', বইমেলা ২০১৫, পৃ ১৭৪
২৮. তদেব, পৃ ১৭৯
২৯. দেবী, শান্তা, 'ভারত-মুক্তিসাধক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা', প্রথম দেজ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪১২, পৃ ৩৫১
৩০. দাস, সজনীকান্ত, "প্রসঙ্গ কথা", 'শনিবারের চিঠি', কার্তিক ১৩৪৮, পৃ ১৩৫
৩১. চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ (সম্পা), 'প্রবাসী', আষাঢ় ১৩৩৮, পৃ ৪৩৪
৩২. বসু, শঙ্করীপ্রসাদ, 'রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও প্রবাসী', দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৯৭, কলকাতা, পৃ ৪৭